163476 - হারামসমূহরে সম জাতীয় জনিসি কি জান্নাতে থাকবে?

প্রশ্ন

মুসলমানকে হারাম কাজকে থকেে দূরে থাকার নর্িদশে দওেয়া হয়ছে;ে কনেনা সে জান্নাতে সটো পাবে— এ কথাটি কি সঠকি যে, দুনয়িাতে হারাম বষিয়াবলী ও নষিদ্ধি ভোগসমূহ আখরিাতে জায়যে ও বধৈ। কারণ এমন কছিু ভোগরে বষিয় আছে যমেন- সমলঙ্গিরে প্রতি ভালোবাসা যা দুনয়িা ও আখরিাতে নষিদ্ধি। কভিাবে একজন মুসলমি এটা থকেে নবৃিত হতে পারনে; যখন সে আখরিাতওে সটো পাওয়ার ব্যাপারে হতাশ? দুনয়িাতে এ কর্মটি ত্যাগ করার শক্তশিালী প্ররেণা কী হতে পার?ে

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক:

“মুসলমানকে হারাম কাজকে থকেে দূরে থাকার নর্িদশে দওেয়া হয়ছে;ে কনেনা সে জান্নাতে সটো পাবে” সাধারণ অর্থ ধরে বুঝতে গলেে এ কথাটি সঠকি নয়। কারণ আল্লাহ্ তাআলা আমাদরে উপর যা কছিু হারাম করছেনে সটোর সবকছিু আখরিাতে পাওয়া যাবে— এমনটি নয়। বরং নর্িদষ্টি কছিু বষিয়রে ক্ষত্রেে এটি উদ্ধৃত হয়ছে;ে যমেন—রশেমী কাপড় পরধিান নষিদ্ধি করা, মদ পান করা নষিদ্ধি করা, স্বর্ণ ও রৌপ্যরে পাত্রে পান করা নষিদ্ধি করা ইত্যাদি ক্ষত্রে।ে কারণ মুসলমি এ জনিসিগুলো আখরিাতে পাব;ে আল্লাহ্র রহমতরে সাথে যভোবে উপযুক্ত ও সইে বাসস্থানরে সাথে যভোবে উপযুক্ত সভোবে পাব।ে কারণ আবু হুরায়রা (রাঃ) থকেে বর্ণতি হয়ছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: “যে ব্যক্তি দুনয়িাতে রশেমি কাপড় পরধিান করছে সে ব্যক্তি আখরিাতে তা পরতে পারবে না। যে ব্যক্তি দুনয়িাতে মদ পান করছে সে ব্যক্তি আখরিাতে তা পান করতে পারবে না। যে ব্যক্তি দুনয়িাতে স্বর্ণ-রৌপ্যরে পাত্রে পান করছে সে ব্যক্তি আখরিাতে এ পাত্রদ্বয়ে পান করতে পারবে না।” এরপর তনিি বলনে: “জান্নাতীদরে পোশাক, জান্নাতীদরে পানীয় ও জান্নাতীদরে পাত্র”।[নাসাঈ-এর সংকলতি “আস-সুনানুল কুবরা” (৬৮৬৯); আলবানী “আস-সলিসলিাতুস সাহহিা” গ্রন্থে (৩৮৪) হাদসিটকিে সহহি বলছেনে।

হারাম জনিসিরে সম জাতীয় জনিসি জান্নাতে থাকলওে কোন কোন আলমেরে মত,ে যে ব্যক্তি দুনয়িাতে ঐ হারাম কর্মে লপ্তি হবে আখরিাতে সে ব্যক্তি ঐ জনিসিটি না পাওয়াই হচ্ছে— তার শাস্তি; যমেন- গান শুনা ও অবধৈ কোন নারীকে উপভোগ করা।

ইবনে রজব আল-হাম্বলি (রহঃ) বলেন:

“যে ব্যক্তি দুনিয়াতে তার কামনা-বাসনা থেকে রোযা (নিবৃত) থাকবে মৃত্যুর পর সে ব্যক্তি এগুলো দিয়ে ইফতার করবে। যে ব্যক্তি তার উপর যা হারাম করা হয়েছিল মৃত্যুর পূর্বেই সেটা গ্রহণ করতে তাড়াহুড়া করে ফেলেছে আখিরাতে তাকে সেটা থেকে বঞ্চিত করা ও না-দেয়াই তার শাস্তি। এর দলিল হচ্ছে আল্লাহ্‌র বাণী: “(তাদেরকে বলা হবে) তোমরা তোমাদের ভাল জিনিসগুলো দুনিয়ার জীবনেই নিয়েছো এবং তা উপভোগ করেছো।”[সূরা আল-আহক্বাফ, আয়াত: ২০] এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ পান করেছে সে ব্যক্তি আখিরাতে পান করবে না। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে রেশমি কাপড় পরিধান করেছে সে ব্যক্তি আখিরাতে পরিধান করবে না।”[‘লাতায়ফিল মাআরিফ’ (পৃষ্ঠা-১৪৭) থেকে সমাপ্ত]

ব্যভিচারীর উপর যে শাস্তিগুলো আবর্তিত হয় সেগুলো উল্লেখ করতে গিয়ে ইবনুল কাইয়্যিমে (রহঃ) বলেন: “সে শাস্তির মধ্যে রয়েছে: ব্যভিচারী ব্যক্তি জান্নাতে-আদন-এ উত্তম বাসস্থানসমূহে ডাগরচোখা হুরদেরকে উপভোগ করা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে। আল্লাহ্‌ তাআলা যদি দুনিয়াতে রেশমি কাপড় পরিধানকারীকে কিয়ামতের দিন রেশমি কাপড় পরা থেকে বঞ্চিত করার শাস্তি দিবেন, দুনিয়াতে মদপানকারীকে আখিরাতে মদপান থেকে বঞ্চিত করার শাস্তি দিবেন। অনুরূপ শাস্তি দিবেন যে ব্যক্তি দুনিয়াতে নিষিদ্ধ ছবি দেখা উপভোগ করবে তাকেও। বরং দুনিয়াতে বান্দা যে যে হারাম কাজকে উপভোগ করবে কিয়ামতের দিন বান্দা সেই ধরণের নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হবে।”[রওযাতুল মুহিব্বীন (৩৬৫-৩৬৮) থেকে সমাপ্ত]

আর পুরুষে-পুরুষে ও নারীতে-নারীতে যৌনকর্ম আল্লাহ্‌ তাআলা তার বান্দাদের উপর দুনিয়াতেও হারাম করেছেন এবং জান্নাতবাসীগণ এ ধরণের কুকর্ম থেকে পবিত্র।

আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ।